মুজিবনগর সীমান্তে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা, বিজিবি ও গ্রামবাসীর বাধায় পণ্ড

মেহেরপুরের মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৭ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। তবে বিজিবি ও স্থানীয় গ্রামবাসীর বাধার মুখে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সোমবার (২৯ জুন) ভোরে উপজেলার নাজিরাকোনা সীমান্ত দিয়ে তাদের পুশইনের চেষ্টা করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার পাথরঘাটা গ্রামের দিক থেকে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১১০ নম্বর মেইন পিলার এলাকায় ৭ জনকে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে বিএসএফ।

নাজিরাকোনা বিজিবি ক্যাম্পের কমান্ডার নায়েক সুবেদার মোজাম্মেল হক জানান, বিএসএফ সদস্যরা ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। তবে বিজিবি ও গ্রামবাসীর প্রতিরোধের মুখে সীমান্তের শূন্যরেখা থেকে তাদের ফেরত নিয়ে যায় বিএসএফ।

উল্লেখ্য, চলতি মাসে মেহেরপুর সীমান্তে একাধিকবার পুশইনের চেষ্টা করেছে বিএসএফ। গত ৬ জুন তেঁতুলবাড়ীয়া সীমান্তে ৬ জন, ১৯ জুন বুড়িপোতা ইউনিয়নের খালপাড়া সীমান্তে ৪ জন, ২৫ জুন গাংনী উপজেলার শেওড়াতলা সীমান্তে ৭ জন, ধলা সীমান্তে ৩ জন এবং কাজীপুর সীমান্তে ২ জনকে পুশইনের চেষ্টা করা হয়।

মেহেরপুরের তিন প্রতিষ্ঠানকে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে সার, বীজ ও কীটনাশকের বাজারে কারসাজি এবং বিভিন্ন অনিয়ম রোধে অভিযান পরিচালনা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তর।

এ সময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার কাথুলী রোড, কোমরপুর এবং মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান সূত্রে জানা যায়, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোহাম্মদ মামুনুল হাসানের নেতৃত্বে এ তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযানে কোমরপুর এলাকার মেসার্স হাশেম বীজ ভান্ডারকে মেয়াদোত্তীর্ণ হরমোন বিক্রির দায়ে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া জে আর পাইপ অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং হাউসকে পণ্যের উৎপাদনসংক্রান্ত তথ্য না থাকা এবং লাইসেন্স নবায়ন না করার অপরাধে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অপরদিকে কাথুলী রোডের বটতলা এলাকার মা ট্রেডার্সকে লাইসেন্স নবায়ন ছাড়া অবৈধভাবে সার ও কীটনাশক বিক্রির দায়ে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থায় তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযান চলাকালে অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের ভাউচার সংরক্ষণ ও প্রদান, মানসম্মত পণ্য বিক্রয় এবং মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বাজারজাতকরণ থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করেন জেলা প্রত্যয়ন অফিস, সদর উপজেলা কৃষি অফিস এবং জেলা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের তদারকি ও অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

[redacted]

[redacted]

প্রশাসনিক ব্যয়।

এছাড়া উন্নয়ন ব্যয়ের আওতায় কৃষি ও সেচ, রাস্তা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, মহিলা-যুব ও শিশু উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান সহায়তা এবং অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত বক্তারা বলেন, উন্মুক্ত বাজেটের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় এবং স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। তারা ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নে জনসচেতনতা ও সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

উন্মুক্ত বাজেট সভা শেষে উপস্থিত জনগণের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং বাজেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগরের বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

মুজিবনগরে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ হলরুমে এ উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন উপস্থিত সকলের সামনে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা পাঠ করেন।

এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের সচিব রওনক জাহান, আনন্দবাস মিয়া মনসুর এম এম একাডেমির শিক্ষক বায়োজিদ হোসেন, আনন্দবাস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফারুক হোসেনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত বাজেটে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ১ কোটি ৬৮ লাখ ৪ হাজার ২৩২ টাকার একটি খসড়া প্রকাশ করেন।

[redacted]

[redacted]

মামলার এজাহার ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনায় বাবু দফাদার, জাহাঙ্গীর, আসলাম, মজিবারসহ আরও কয়েকজন জড়িত ছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মামলার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কুলসুম বলেন, হত্যাকাণ্ডটি তার সামনেই সংঘটিত হয়েছিল। তিনি বলেন, রাস্তার দিক থেকে শরিফুলকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে নিকিরি নামের গোষ্ঠীর লোকজন। তার উঠানে এসে প্রতিপক্ষের আঘাতে শরিফুল পড়ে যায়।

তিনি (কুলসুম) ঘরের মধ্যে ছিলেন, বাইরে এসে দেখেন অনবরত পেটানো হচ্ছে ছাগল, লোহার রড ও অন্যান্য দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কয়েকজন মিলে। তাৎক্ষণিক তিনি তাদের মারতে নিষেধ করলেও তার কথায় কেউ ভ্রুক্ষেপ করেনি; বরং অনবরত পেটাতে থাকে। তিনি আরও বলেন, মৃত্যুর আগে মানুষ সাধারণত যে ঝাঁকুনি দেয়, সেরকম ঝাঁকনি তিনি দেখতে পান শরিফুলের ঘাড় ও মাথায়। আদালতেও তিনি এই ঘটনার বীভৎস চিত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার পর থানায় মামলা গ্রহণ না করায় আদালতে মামলা দায়ের করা হয়। প্রথম বাদী ছিলেন নিহত শরিফুলের ভাই তয়ব আলী। তার মৃত্যুর পর বর্তমানে মামলার বাদী হিসেবে রয়েছেন তার ছেলে হাসান। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মামলাটি চলমান থাকলেও এখনো চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হয়নি।

স্থানীয়দের দাবি, ৫ আগস্ট ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে চলে গেলেও পরবর্তীতে আবার এলাকায় ফিরে এসে অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। বর্তমানে মামলার অভিযুক্তরা জামিনে রয়েছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

তবে এলাকায় ফিরে এসে তারা তাদের পূর্বের অবস্থায় ফেরার চেষ্টা করছে। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার পর সেখান থেকে ৭/৬/২০২৬ তারিখে শরিফুলের চাচাতো ভাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আলমগীরকে কোপ মারার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে গ্রামবাসীসহ স্থানীয়রা তাদের ওপর চড়াও হলে তারা পালিয়ে যায় এবং ১০ তারিখে উল্টো শরিফুলের চাচাতো ভাইদের নামেই কোর্টে মামলা দায়ের করে হত্যাকারী বাবু দফাদার গং।

নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘসূত্রতা বন্ধ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হোক। তাদের মতে, এ ধরনের আলোচিত হত্যাকাণ্ডের বিচার না হলে

সমাজে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও বৃদ্ধি পাবে।

মুজিবনগরে সার পাচারের সময় জনতার হাতে আটক, ডিলারকে জরিমানা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে সরকারি সার পাচারের একটি বড় চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে স্থানীয় জনতা। সোমবার ভোরে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের বিসিআইসি সার ডিলার মেসার্স ফয়সাল ট্রেডার্স এর স্বত্বাধিকারী আ স ম মাহবুব আলম (রবি) এর নিজস্ব গোডাউন থেকে পাচারের সময় সারের একটি চালান আটক করে সাধারণ জনগণ।

পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সংশ্লিষ্ট সার ডিলারকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিসিআইসি অনুমোদিত সার ডিলার দারিয়াপুরের ‘ফয়সাল ট্রেডার্স’-এর গোডাউন থেকে সরকারি সার অবৈধভাবে অন্য কোথাও পাচার করা হচ্ছিল। প্রথমে স্থানীয় যান আলম সাধুর মাধ্যমে ২০ বস্তা টিএসপি পুরুন্দরপুর গ্রামের ওয়াছেদ আলীর ছেলে জামিরুলের গোডাউনে নামিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে ২০ বস্তা ইউরিয়া সার নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় জনতা আলম সাধু টি আটক করে আলম সাধু চালক কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে রবি চেয়ারম্যানের ঘর থেকে সার নিয়ে জামিরুলের ঘরে দিয়ে আসছে বলে জানাই।বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় উৎসুক ও ক্ষুব্ধ জনতা সারের চালানটি হাতেনাতে আটকে দেয় এবং প্রশাসনকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমা। তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং ঘটনার সত্যতা যাচাই করে তাৎক্ষণিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। সরকারি নিয়ম অমান্য করে সার পাচারের দায়ে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২(১) ধারা লংঘন করাই ১২(৩) ধারাই ফয়সাল ট্রেডার্সের মালিককে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

করা হয়।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু শাহমা জানান, “কৃষকদের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি সার এভাবে পাচারের চেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈধ। স্থানীয় জনগণের সতর্কতার কারণে এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কৃষি খাতে যেকোনো ধরনের অনিয়ম ও কালোবাজারি রুখতে আমাদের এ ধরনের অভিযান ও কঠোর নজরদারি অব্যাহত থাকবে।

এদিকে স্থানীয় কৃষকদের অভিযোগ, ডিলারদের এমন অবৈধ পাচার ও মজুতের কারণেই মাঠপর্যায়ে কৃত্রিম সার সংকট তৈরি হয়। তারা এই চক্রের বিরুদ্ধে আরও কঠোর আইনি ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

মেহেরপুরে ব্র্যাকের উদ্যোগে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির উদ্যোগে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর ব্র্যাক অফিসে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও চশমা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার আয়োজিত এ চক্ষুসেবা ক্যাম্পে ৫৩৯ জন মানুষকে চক্ষুসেবা প্রদান করা হয়।

ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি সুদক্ষ টিমের মাধ্যমে এ চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়।

ক্যাম্পে সেবা গ্রহণকারী ৫৩৯ জনের মধ্যে ৩১৯ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। এছাড়া যেসব রোগীর চোখে ছানি ও অন্যান্য জটিল সমস্যা শনাক্ত হয়, তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনে রেফার করা হয়।

এ সময় চক্ষুসেবা ক্যাম্প পরিদর্শন করেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ। তিনি ব্র্যাকের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এ ধরনের

জনসেবামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ব্র্যাক মাইক্রোফাইন্যান্স (দাবি) কর্মসূচির প্রোগ্রাম ম্যানেজার মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে ব্র্যাক এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ক্যাম্প পরিদর্শনে আসা এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সেবাগ্রহীতারা ব্র্যাকের এ কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার সুপারিশ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাহ মো. জাহাঙ্গীর আলম, ডিভিশনাল কো- অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন), শেখ মনিরুল হুদা, ব্র্যাক ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, জি. এম. নাজমুল হুসাইন, আরএম (দাবি), মো. রবিউল ইসলাম, আরএম (প্রগতি), নুরুন্নাহার পান্না, এরিয়া ম্যানেজার (দাবি), মো. নুরুজ্জামান, রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর (লিড জেনারেশন) এবং মোস্তাফিজুর রহমান, বিএম (দাবি) প্রমুখ।

চিকিৎসক না পেয়ে রোগীদের ভোগান্তি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০৬ নম্বর কক্ষ গতকাল শনিবার সকালে ফাঁকা পাওয়া গেছে। এতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অনেক রোগী চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১০৬ নম্বর কক্ষে কোনো চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট কর্মী উপস্থিত নেই। ওই কক্ষে চিকিৎসক ডা. নুসরাত এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে এসে রোগীদের সেবা দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসক ডা. নুসরাতের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, “ডা. নুসরাত ও নূর হোসেন আল-আমিন দুজনের কেউই ছুটিতে নেই। ডা. নুসরাত ফোন রিসিভ করেননি বলে আমি জানতে পেরেছি।”

এ ঘটনায় রোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীরা দ্রুত চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিএসএফের পুশ-ইন ও সীমান্তে হত্যার প্রতিবাদ

সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর পুশ-ইন এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরের মুজিবনগরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার মেহেরপুর জেলা ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

মিছিলটি মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ১০৫ নং সীমান্ত পিলার সংলগ্ন স্বাধীনতা সড়কে গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়।

স্বাধীনতা সড়কে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন— জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম, সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন এবং এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, বিডিপির জেলা সহ-সভাপতি নূর রহমান, মুজিবনগর উপজেলার নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল খাইরুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম।

জামায়াতের নায়েবে আমির মাহাবুবুল আলম তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন বর্ডার থেকে রাতের অন্ধকারে জোর করে মানুষকে বাংলাদেশের ভেতরে পাঠিয়ে দেওয়া (পুশ-ইন) হচ্ছে। রাতে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে পাটের জমি থেকে জনগণকে সাথে নিয়ে বুক টান টান করে বাংলাদেশের বিজিবির জোয়ানরা তাদের প্রতিহত করে চলেছেন। ভারত বৃহৎ একটি রাষ্ট্র হলেও তারা সব সময় বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিল। সব সময় নিজেদের সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের মনমতো একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের মনমতো সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় তাদের গাত্রদাহ হচ্ছে। এই কারণেই শুভেন্দু অধিকারীরা যখন পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসেছে, আমরা লক্ষ্য করেছি তারা সাধারণ মানুষকে বাংলাদেশী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু আখ্যা দিয়ে পুশ-ইন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।”

তিনি আরও বলেন, “এই ষড়যন্ত্র কখনো সার্থক হবে না। আমরা লক্ষ্য করেছি শুভেন্দু অধিকারীরা মুসলমানদের হত্যা করছে, মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি সদ্য সমাপ্ত কোরবানির ঈদে মুসলমানদের গরু কোরবানির সব উৎসবকে তারা আইন তৈরি করে বন্ধ করে দিয়েছে। এতে বাংলাদেশের মুসলমানরা শুধু তীব্র বিদ্রোহ করছে তাই নয়, ভারতের মুসলমানরাও একজোট হয়েছে এবং হিন্দুরাও তাদের সাথে আছে। তারা এই সুযোগে বাংলাদেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য পুশ-ইনের মতো জঘন্য পথ বেছে নিয়েছে। তবে বিজিবির জোয়ানরা সীমান্তে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা নির্ঘুম থেকে পাহারা দিচ্ছেন।”

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ইকবাল হোসেন বলেন, “আজকের কর্মসূচি হচ্ছে ভারতের একতরফা পুশ-ইন ও সীমান্ত গণহত্যার বিরুদ্ধে। আমরা যদি বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের হিসাব পর্যবেক্ষণ করি, তবে দেখব এই ১০০ দিনে তারা প্রায় ২৪টি পয়েন্ট থেকে সারা বাংলাদেশে ২ হাজার ৬০৯ জনকে পুশ-ইন করেছে। বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে নামমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেয়নি, যা দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক। শুধু পুশ-ইন করেই তারা ক্ষান্ত নয়, বিগত ১০০ দিনে সীমান্তে প্রায় ১৯ জন বাংলাদেশিকে হত্যা করেছে এবং আমাদের আরও ২৪ জন ভাইকে আহত করেছে। শুধু ভারত সীমান্তে নয়, মিয়ানমার সীমান্তেও প্রতিনিয়ত হত্যাকাণ্ড চলছে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সরকার নির্বাক হয়ে দেখছে, কোনো জোরালো প্রতিবাদ করছে না।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমি বলতে চাই, তারেক রহমান, আপনি যদি জিয়াউর রহমানের পুত্র হয়ে থাকেন, তাহলে জিয়াউর রহমানের ভাষায়ই ভারতের সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। মেহেরপুরের এই সীমান্ত এলাকা থেকে ভারতের এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা স্পষ্ট বলতে চাই— সীমান্তে হত্যা ও পুশ-ইনের মতো সব অপকর্ম অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং মুখে যে বন্ধুত্বের কথা বলা হয়, তা বাস্তবে প্রমাণ করতে হবে।”

এনসিপির জেলা যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, “আমি বাংলাদেশ সরকার এবং ভারতীয় সরকারকে স্পষ্টভাবে বলতে চাই, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি হবে ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ— তবে তা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, কুর্নিশ করে নয়। আমরা বন্ধুত্ব অবশ্যই চাই, কারও সাথে শত্রুতা চাই না; কিন্তু সে বন্ধুত্ব হতে হবে সম মর্যাদার। আগের মতো কুর্নিশ করার বাংলাদেশ আর নাই, সেভাবে দেশ চলবেও না। আমরা বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামা ওবায়েদ এমপি কর্তৃক ১৩টি চিঠি পাঠানোর কথায় আশাহত হই। আমরা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী— (যাঁকে ভারতীয় ‘র’-এর এজেন্ট বা বাংলাদেশ শাখার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বলা হচ্ছে)— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাউদ্দিন আহমদের বিবৃতিতেও হতাশ হই। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রশ্নে আমরা সর্বদা ঐক্যবদ্ধ। আমরা সরকারকে সব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে চাই, কিন্তু সরকার যদি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নীরব থাকে, তবে আমরা সরকারের বিরুদ্ধেও কথা বলতে এক মিনিটও ভাবব না, ইনশাআল্লাহ। ভারতীয় পুশ-ইন প্রতিরোধের লক্ষ্যে আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণ ও প্রশাসনকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।”

সমাবেশে অন্যান্য বক্তারাও সীমান্তে বিএসএফের ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক পুশ-ইনের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা অনতিবিলম্বে সীমান্তে এই ধরনের অমানবিক ও আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনকারী কর্মকাণ্ড বন্ধ করার দাবি জানান। একই সাথে দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও কঠোর ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানান।

উক্ত বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে ‘১১ দলীয় ঐক্যজোট’-এর মেহেরপুর জেলা শাখার শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক সাধারণ জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে স্টার্টআপ, বিজ্ঞান প্রকল্প ও উদ্ভাবন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

‘মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরের মুজিবনগরে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে উপজেলা পর্যায়ের “নতুন উদ্যোগ, বিজ্ঞান প্রকল্প এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শনী প্রোগ্রাম” অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশের এসইডিপি-র শিক্ষাগত উৎকর্ষ সহায়তা প্রকল্প (ইইএসএস)-এর আয়োজনে এই ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শুক্রবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সাইফুল হুদা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তৈরি বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রজেক্ট, নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগের পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা বলেন, “স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে আজকের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে রয়েছে অদম্য মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি। এই ধরনের প্রদর্শনী তাদের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। উপজেলার ১২টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের এই অভূতপূর্ব অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে আমরা একটি বিজ্ঞানমনস্ক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজ্ঞান, নতুন উদ্যোগ ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ একদিন বিশ্বের বুকে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করবে।”

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: মামুন উদ্দিন আল আজাদ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে বলেন, তরুণদের এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাগুলোই আগামী দিনের সফল উদ্যোক্তা তৈরি করতে এবং দেশকে এগিয়ে নিতে মূল ভূমিকা পালন করবে।

মেলায় অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলোর স্টল পরিদর্শন করেন অতিথিবৃন্দ এবং শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।